হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

# ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস

European Union

হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

# ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

promoting the visions
of indigenous peoples

## ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস

হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

# ফটোগ্রাফি কেস স্টাডি

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইনডিজিনাস হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডার্স

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৫

© ছবি

এলেম চিসিম ও আইপিডিএস

মুদ্রণে

থাংস্রে কালার সিস্টেম

সহযোগিতায়

European Union

প্রকাশনায়

promoting the visions of indigenous peoples

**ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস**

৬২ প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮৮-০২-৮১২২৮৮১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯১০২৫৩৬

মোবাইল : ০১৭১১৮০৪০২৫, ০১৭৩১-৮৫০৯৮৯

ই- মেইল: ipdsaski@yahoo.com/ drong03@yahoo.com

www.ipdsbd.com

# কেন কোথাও কেউ নেই

মানুষের অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেকে জীবন দিয়েছেন, অনেকে গুলিতে আহত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করে অনেকে ধুঁকে ধুঁকে অসহায় জীবন যাপন করছেন। নওগাঁ জেলার ভীমপুর গ্রামে নিজের ভিটেমাটি-গ্রাম রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন সাঁওতাল নেতা আলফ্রেড সরেন ২০০০ সালে। এত আলোচিত মামলার খবর কী? তাকে নিয়ে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। বড় বড় সমাবেশ হয়েছে। জাতীয় পত্রিকায় অনেক খবর বের হয়েছে। ঢাকার মঞ্চে জনপ্রিয় নাটক রাঢ়াং মঞ্চস্থ হচ্ছে। তার জন্য আরণ্যক নাট্য দলের অনেক অবদান। এই নাটক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে চলেছে। এতদিন পর কেমন আছেন আলফ্রেড সরেনের পরিবার? তার স্বজনেরা?

মধুপুর বনে গিদিতা রেমাকে হত্যা করা হয়েছিল ভূমির লোভে ২০০০ সালে। এখানে মামলা হয়েছে। মামলার খবর কী? গিদিতার স্বজনেরা কে কোথায় কেমন আছেন?

২০০৪ সালে মধুপুর বনে ইকো-পার্ক প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করেছিল আদিবাসীরা। আন্দোলনে মিছিলে গুলি করে বনরক্ষীরা। গুলিতে পিরেন স্নাল নিহত হন। গুরুতর আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন গারো যুবক উৎপল নকরেক। পিরেন স্নালের স্ত্রী ও দুই সন্তান ছিল। তারা কেমন আছেন। সেই সময় আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে অনেকে মধুপুরে সংহতি জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিরেন স্নালের স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। আজ এতদিন পর কেমন আছেন পিরেনের স্ত্রী ও পরিবার। ওই মামলায় কি কারো শাস্তি হয়েছিল? একই ঘটনায় আহত উৎপল কেমন আছেন?

এই মধুপুরেই গারো নেতা চলেশ রিছিলকে হত্যা করেছিল যৌথ বাহিনী ২০০৭ সালে। এই হত্যা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। জাতিসংঘ, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট করেছে। এখন কেমন আছেন চলেশের পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানেরা।

আমরা একটু খোঁজ করার চেষ্টা করেছি কেমন আছেন এই মানুষদের স্বজনেরা, যারা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। দিন যত চলে যায়, দেখা যায় যে ধীরে ধীরে তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। নতুন নতুন ঘটনা এসে যোগ দেয়। এটি শুধু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা আরো বেশি ঘটে। আদিবাসীরা তবুও খোঁজার চেষ্টা করে থাকে। তাদের কিছু সংগঠন সামান্য ক্ষমতা দিয়ে পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এই উদ্যোগ সামান্য আমাদের। এই বইটি যদি আগামীতে অন্যদের এ ধরনের কাজে অনুপ্রাণিত করে, তবেই আমরা খুশি হবো।

আদিবাসী জীবনে মানবাধিকার কর্মীদের উপর এমন আক্রমণ কবে বন্ধ হবে আমরা জানি না। তাদের পরিবার পরিজনের পাশে যেন কেউ না কেউ ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেন। সবার জন্য রইল শুভ কামনা।

সঞ্জীব দ্রং
*ঢাকা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫*

# কেইস স্টাডি : পীরেন স্নাল

২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি ইকোপার্ক আন্দোলন করতে গিয়ে বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত হয় পীরেন স্নাল। ঘটনার দিন পাঁচ হাজারেরও বেশি আদিবাসী নারী-পুরুষ মধুপুর গড় অঞ্চলের ইকোপার্ক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে টেলকি হতে রসুলপুর ফরেস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মিছিল বের করে এবং এই মিছিলে পীরেন স্নাল যোগদান করেন। যখন আদিবাসী নারী-পুরুষ বিভিন্ন শ্লোগান নিয়ে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে মিছিল করে যাচ্ছিলেন তখনই বনরক্ষীরা মিছিলকারীদের উপর লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালালে একটি গুলি পীরেন স্নালের পিঠে লেগে তা বুক ভেদ করে  চলে যায়। এতে পীরেন স্নাল সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আরেকজন উৎপল নকরেক চিরপঙ্গুত্ব বরণ করেন তার পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়। এছাড়াও অনেকেই সেদিনের ঘটনায় আহত হয়েছেন এবং অনেকের গায়ে গুলি লেগেছে। তারা অনেকেই এখন সুস্থ আছেন।

ঘটনার দিন পীরেন স্নাল জীবিকার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেদুরিয়ায় কলাবগানে কাজ করছিলেন- ঐ সময় পীরেন মিছিলে যোগ দিতে চলে যায়। ঘরে আর ফিরে আসেনি- এসেছিল লাশ হয়ে।

পীরেন স্নালের বাড়ি টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার জয়নাগাছা গ্রামে। চার ভাই বোনের সংসারে পীরেন স্নাল ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। একই গ্রামের নিবাসী সীতা নকরেককে বিয়ে করেছিলেন। তাদের সংসারে ১ ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে। মারা যাবার পূর্বে ছেলের বয়স ছিল ৩ বছর ও ছোট মেয়ে রাত্রি নকরেকের বয়স ছিল ৩ মাস। বর্তমানে বড় ছেলে উৎসব নকরেক (১৩) প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় দাদীমা এবং মামা অনন্ত নকরেকের তত্ত্বাবধানে থেকে স্থানীয় মিশনারি প্রাইমারি স্কুলে ৫ম শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়ে রাত্রি একই স্কুলে ৩য় শ্রেণিতে পড়াশনা করছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক (মিসেস নবীনা কুবি, মি: লেমন সিমসাং, মিসেস মায়া রুগা, মিসেস সুজিতা নকরেক) তাঁদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, দুজনই ভালো ছাত্র-ছাত্রী এবং কম কথা বলে কিন্তু স্কুলে নিয়মিত না আসার কারণে তাদের মেধার বিকাশ ঠিকমত হচ্ছে না। পীরেন  স্নালের  মা সাইলোনী স্নাল (৫২), বাবা নেজেন নকরেকের (৬০) বর্তমানে ভিটেবাড়ি (দুটি মাটির তৈরি টিনের চালা ও একটি রান্না ঘর এবং অপরটি শোবার ঘর) সহ ২ পাকি জমি আছে, তার মধ্যে আবাদি ১ পাকি জমি অ-আদিবাসীর কাছে পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে।

*১২ বছর কেটে গেছে। পিরেন স্নালের ছেলে উৎসব ও মেয়ে রাত্রি নকরেক স্কুলে পড়াশোনা করছে। শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের ছবি।*

খিম্মা: স্মরণস্তম্ভ

পিরেন স্নালে ছেলে উৎসব ও মেয়ে রাত্রি নকরেক

পিরেন স্নাল নিহত হন মধুপুর বনে ইকো-পার্ক আন্দোলনে মিছিলে গিয়ে বনরক্ষীদের গুলিতে। ২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি। তখন পিরেনের জীবনের বিনিময়ে ইকো-পার্ক নির্মাণ বন্ধ হয়।

পীরেন স্নালের সমাধি

পিরেন স্নালের ছেলেমেয়েকে অনেক কষ্টে লালন-পালন করছেন তাদের মামা অনন্ত নকরেক। দিনমজুরি করে খাবার জুটিয়েছেন। সেই সময় অনেকে সহায়তা করেছেন। কারিতাস, ওয়ার্ল্ডভিশন, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ পাশে দাঁড়িয়েছে।

সীতা নকরেকের ভিটেবাড়ি

# কেইস স্টাডি : সীতা নকরেক

পীরেনের স্ত্রী সীতা নকরেক স্বামী মারা যাবার পর সাইনামারী নিবাসী অন্তেলাশ মৃকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে ছেলে নিরিক নকরেক স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ও মেয়ে শেষান্তি একই স্কুলে নার্সারিতে পড়াশনা করছে। তৃতীয় পুত্র স্বাধীন নকরেক এখনও স্কুলে যায়নি। অন্তেলাশ মৃ-র মায়ের দেয়া ভিটেমাটিসহ দু'টি মাটির তৈরি ঘরে তাদের বসবাস। তাদের সংসারে আয়ের উৎস বলতে (কৃষিকাজ ও বাগানে দিনমজুরি ছাড়া) কিছুই নেই বিধায় সংসারে অভাব অনটন চলছে। সমাজের দেয়া আড়াই পাকি জমি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে কি না তা অনিশ্চিত।

সীতার স্বপ্ন ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হবে, বাবা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু ছেলেদের লেখাপড়া তো দূরের কথা তিনবেলা খাবার কোনোরকম জোটে। এমতাবস্থায় তিনি সাহায্য সংস্থার নিকট আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতার জন্য কামনা করছেন। তিনি বলেন, স্বামী মারা যাবার পর বিভিন্ন সংস্থা এবং সমাজের জনগণ আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতা করলেও এখন আর সাহায্য করছে না।

সমাজের টাকা দিয়ে আড়াই পাকি জমি কিনে দিয়েছিল এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন জলছত্র এডিপি একটি ঘর ও দু'টি গাভী কিনে দিয়েছিল, এরমধ্যে গরুগুলো অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে গেছে। এখন শুধু আড়াই পাকি জমি সম্বলটুকু রয়েছে।

*সীতা নকরেক ও তার নতুন সংসার*

*সীতা নকরেককে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। তিনি ইকো-পার্ক বন্ধের দাবি তুলেছিলেন।*

**ভোরের কাগজ**

বুধবার, ২৮ মার্চ ২০০৪

ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গতকাল মধুপুরের আদিবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা —ভোরের কাগজ

**The Daily Star**

*Dhaka Tuesday January 27, 2004*

Demonstrators demand scrapping of Modhupur eco-park project in Tangail at a rally in the Central Shaheed Minar in the capital yesterday

MODHUPUR ECO-PARK

# Shantu vows to stop it, Shajahan to pursue

## ২০০৪ সালে প্রকাশিত পত্রিকার কয়েকটি ছবি

**প্রথম আলো** রোববার, ৭ মার্চ ২০০৪

### মধুপুর বনে আদিবাসীদের বাঁচতে দিন, ইকো-পার্ক বাতিল করুন

সঞ্জীব দ্রং



**ইত্তেফাক**

### ইকো পার্ক নির্মাণ বন্ধসহ ৫ দফা দাবিতে শহীদ মিনারে আদিবাসীদের সমাবেশ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

টাঙ্গাইলের মধুপুরে ইকো পার্ক নির্মাণকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও বন রক্ষীদের গুলিতে আদিবাসী পিরেন স্নাল নিহত হওয়ার প্রতিবাদে মধুপুর গড়ের আদিবাসীরা বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে মিছিল বের করে।

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

**ইকো পার্ক**

(প্রথম পৃঃ পর)

সমাবেশে আদিবাসীদের ৫ দফা অবিলম্বে পূরণের দাবি জানানো হয়। ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ইকো পার্ক নির্মাণ বন্ধ করা, গত ৩ জানুয়ারি পুলিশ ও বন রক্ষীদের গুলিতে নিহত পিরেন স্নাল ও আহতদের পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আদিবাসীদের মিছিলে গুলিবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী এবং ডিএফও, এসপি ও ডিসির অপসারণ প্রভৃতি।

মধুপুর গড়ের আদিবাসীরা গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে মিছিল বের করে। গুলিতে নিহত পিরেন স্নালের স্ত্রী ও ২ শিশু সন্তানসহ মিছিলে অংশ নেন-ইত্তেফাক

### Tribal people protest Madhupur Park Project

Tribal people from Madhupur holding a rally at the National Shaheed Minar yesterday to protest the government's Madhupur Park Project. —Independent photo

**The Independent**

STAFF REPORTER

Tribal people protested the government's Madhupur National Park Project saying that it would jeopardise the livelihood of some 25,000 tribesmen in Madhupur area.

Compartmentalisation of the forest by erecting walls in the name of enhancing beauty of the forest would affect the social, cultural and economic activities of Garo and Koch population in the area, speakers at a protest rally said yesterday in the city.

Bangladesh Adivasi Forum (BAF) organised the demonstration of Shaheed Minar premises demanding cancellation of the Modhupur National Park Project. Convenor of the BAF and the writer on indigenous issues Sanjeeb Drong, Vice-President of the BAF Rabindra Nath Saren, Professor of Sociology Department of Dhaka University (DU) Dr Sadeka Halim, Professor of DU Anthropology Department Dr HKS Arefin, leader of Social Movement (Samajik Andolan) Pankaj Bhattacharya and Chief of CHT's Chakma Circle Barrister

**The Daily Star**

*Dhaka Tuesday August 5, 2004*

GENEVA UN WORKING GROUP MEET

### Govt urged to protect rights of indigenous people

OUR CORRESPONDENT, *Rangamati*

The 22nd session of UN Working Group on Indigenous Populations held in Geneva has urged Bangladesh government to take steps to protect rights of indigenous people in the country.

Violation of rights of indigenous people in the country was the main topic of discussion on the second day of the five-day session held on July 19-23, said a press release issued by the three-member Bangladesh delegation that attended the conference.

The delegation comprised PCJSS (Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samiti) leader Mongola Kumar Chakma, Chakma Circle chief King Devashish Roy and a leader of PCJSS's student wing Pahari Chatra Parishad. They returned home recently, the press release said here yesterday.

The Working Group sent a letter to Prime Minister Khalada Zia expressing concern at "violation" of indigenous people's rights in different areas of the country and urged her to take steps to stop those, the press release said.

They also appealed to the Prime Minister to take prompt steps to resolve the remaining unresolved issued related to indigenous people.

The conference also discussed the CHT Peace Agreement signed between Bangladesh government and the PCJSS in 1997 and expressed the opinion that said its full implementation was the only way to ensure rights of tribesmen there and establish peace in the region, the press release said.

"The letter sent to the Prime Minister said the CHT accord provides a sound basis to ensure peace and justice in the long-neglected region (CHT)", Mongol told this correspondent.

"The CHT Peace Accord was discussed after we put it up at the conference.

"We also raised the Mohalchhari (in CHT) incident on August 26 last year and sought an independent and impartial probe".

"Delegates at the conference appealed to the Prime Minister to conduct an impartial inquiry into the (Mohalchhari) incident that left one person killed, nine women raped, 25 injured and 400 houses torched in 12 indigenous villages."

They urged the government to fully implement the CHT agreement and withdraw army from the area, Mongol Kumar said.

Delegates from the USA, France, Japan, Netherlands, Germany, Canada, Switzerland, Sweden, Peru, Philippines, Malaysia, Nepal, Holland, Australia and Greenland attended the conference, the press release said.

# কেইস স্টাডি : উৎপল নকরেক

২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি ইকোপার্ক আন্দোলন করতে গিয়ে বনরক্ষীদের গুলিতে চিরপঙ্গুত্ব বরণ করেন উৎপল নকরেক। ইকোপার্ক আদিবাসী জনগণের ভবিষ্যতের হুমকিস্বরূপ এবং এর ফলে স্থানীয় আদিবাসী জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে এবং এক অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হবে। তাই ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ঘটনার দিন পাঁচ হাজারেরও বেশি আদিবাসী ও অ-আদিবাসী নারী-পুরুষ মধুপুর গড় অঞ্চলে ইকোপার্ক অন্দোলনকে কেন্দ্র করে টেলকি হতে রসুলপুর ফরেস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মিছিল বের করে এবং এই মিছিলে যোগদান করেন উৎপল নকরেক। যখন আদিবাসী নারী-পুরুষ বিভিন্ন শ্লোগান নিয়ে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে যাচ্ছিলেন, তখনই বনরক্ষীরা মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালালে গুলিতে প্রাণ হারান পীরেন স্নাল নামে জয়নাগাছা গ্রামের আদিবাসী যুবক এবং একটি গুলি উৎপল নকরেকের কোমরে লাগে। এতে উৎপল নকরেক ঘটনা স্থলেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরপর্তীতে তাকে মৃত ভেবে ঘাতক বনরক্ষীরা ড্রেনে ফেলে দেয়। তারও কয়েক ঘন্টা পর বনরক্ষীরা তাকে জীবিত নিশ্চিত হয়ে তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে ডান্ডাবেরি পড়া অবস্থায় পুলিশের পাহারায় তাঁর চিকিৎসা চলাকালে আদিবাসী সংগঠনসমূহের হস্তক্ষেপে ডান্ডাবেরি খুলে দেয়। এছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালে তাকে জেল হাজতে এক রাত কাটাতে হয়। কিছুদিনের পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সাভার সিআরপি পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে চিকিৎসা চলাকালেও আদালতে একবার হাজিরা দেন।

উৎপল নকরেকের বাড়ি টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেদুরিয়া গ্রামে। তিনি জেপনি নকরেক ও পপিন্দ্র সামপালের সন্তান। ঘটনার সময় তিনি সবেমাত্র ক্লাশ নাইনে অধ্যয়নরত। এই অল্প বয়সেই তার সব স্বপ্নগুলোকে ধুলিসাৎ করে দিল ঘাটক বনরক্ষী এবং তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে সার্থক হয়েছে আজকের মধুপুর গড় অঞ্চলের ইকোপার্ক আন্দোলন।

বর্তমানে তার অবস্থা খুবই নাজুক। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ভালো হলেও কোমরের নিচ থেকে পা পর্যন্ত অচেতন অবস্থায় খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে এবং হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা তার পক্ষে অসম্ভব। এছাড়াও ব্যথা উপশমের জন্য প্রতিদিন এক ধরনের মলম কোমরে ব্যবহার করতে হয় এবং এই ঔষধের পেছনে প্রতিমাসে দুই হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে যা গরিব মা বাবার পক্ষে এই খরচ বহন করা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে অসহ্য ব্যথা এবং কোমরের পেছনে ঘা হয়।

এমতাবস্থায় তার বাবা পপিন্দ্র স্বল্প আয়ে এত বড় পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। তাদের পরিবারে ১০ জন সদস্য রয়েছে এবং ১৮০ শতাংশ জমি আছে।

তাকে আর্থিক সাহায্যস্বরূপ ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ একটি হাফ বিল্ডিং দোকান ঘর তৈরি করে দেয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন দু'টি হুইল চেয়ার দেয়। কিন্তু বর্তমানে এই দু'টি হুইল চেয়ার অকেজো হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য হুইল চেয়ার খুব জরুরি। এর জন্য উৎপল সমাজের বিত্তবান লোকদের সহযোগিতা কামনা করেছে।

উৎপল নকরেক

উৎপল নকরেক মিছিলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে পঙ্গুত্ব বরণ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে।
অনেকে তাকে সহযোগিতার চেষ্টা করেছে। ওয়ার্ল্ডভিশন দোকান করে দিয়েছে।
সর্বশেষ ২০১৫ সালে আইপিডিএস চিকিৎসার জন্য সহায়তা করেছে। তার বাবা দোকানে বসেন।

বনরক্ষীদের গুলির চিহ্ন,
যার জন্য আজীবন পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে

# কেইস স্টাডি : শিশিলিয়া স্নাল

২১ আগস্ট ২০০৬ সাল সকালে নিত্যদিনের মতো দুই ছেলে স্বামী সংসার গুছিয়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামের আরো ৮/১০ জন্য আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মিলে বনে গিয়েছিল সাতারিয়া গ্রামের শিশিলিয়া স্নাল। গ্রামের সাথেই লাগালাগি প্রায় বনবিভাগের শালবন। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ শেষে বাড়ি ফিরার সময় ক্লান্ত হয়ে সবাই মিলে  কাছে বনের এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল তারা। তখন সময় আনুমানিক সকাল ১১টা। হঠাৎ বনরক্ষীরা আকস্মিক তাদের ব্যবহৃত গান দিয়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারীদের লক্ষ্য করে ছররাগুলি ছুড়লে শিশিলিয়ার গায়ে লেগে সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায় ফজতি দফো ছাড়াও আরো অনেকে, গ্রামের অন্যান্য লোকেরা এগিয়ে এসে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে আসলে, দেখা যায় শিশিলিয়ার ডান পাশের পিঠ, পেটের অংশ, হাত, কোমর, তলপেটের বিভিন্ন অংশে শত শত ছররাগুলিতে ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে। গ্রামে নিয়ে আসলে, পার্শ্ববর্তী মধুপুর, গারো অধ্যুষিত এলাকায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সকল স্থানীয় নেতা, নেত্রীবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন এবং সাধারণ জনগণ একত্রিত হয় এবং আহত শিশিলিয়াকে ময়মনসিংহ সদর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর তার চিকিৎসা চলতে থাকে এবং দেখা যায় যে, ছোট ছোট গুলি তার শরীরের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করেছে। অপারেশনের মাধ্যমে ঢুকে যাওয়া গুলি অপসারণ করা হয়। এরপর এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাম-এ রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় তার কিডনির ভেতরেও গুলি প্রবেশ করেছে। পুরো এক মাস চিকিৎসা নেওয়ার পর মোটামোটি সুস্থ শরীর নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে শিশিলিয়া।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় যে, আজও শিশিলিয়ার শরীরের ডান পাশ জুড়ে শত ছররা গুলি মাংস ভেদ করে চামড়ার নিচে উঁচু হয়ে অবস্থান করছে।

জানতে চাওয়া হলে তার সরলতার চোখে ও সুরে বলে- শরীরে তো তেমন ব্যথা অনুভব করি না কিন্তু কিডনিতে মাঝে মাঝে ব্যথা অনুভব করি। মামলা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, কী খবর বা কারা এর দায়িত্বে ছিল প্রথম দিকে একটু একটু খোঁজ খবর নিলেও অনেক দিন যাবৎ কেউ আসে না। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায় শিশিলিয়ার মামলা কোর্টে উত্তোলনই করা হয়নি। তার স্বামী নিরঞ্জন সিমসাং একজন দিনমজুর, অভাব তাদের নিত্যদিনের সাথী তাই এমতাবস্থায় শারীরিক ঝুঁকি নিয়েই তাকে অন্ন যোগানের তাগিদে দিন মজুরি হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে কলা বা আনারস ক্ষেতে। তার গ্রামবাসী নিবারণ আজিম জানান, শিশিলিয়ার পরিবার এতই গরিব যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ দু'দিন ধরে ঘরে চাল নেই। বাচ্চাদের ডেকে কিছু দিলাম কিন্তু সবার জন্য দেওয়া তো আমার পক্ষেও সম্ভব না। আনারস, কলার মৌসুম শেষ, হাতে কাজ কর্ম নেই। জানি না সামনের দিনগুলো কিভাবে কাটবে। তাদের সংসারে ৪ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে রাজন ৪র্থ শ্রেণিতে, মেজ ছেলে উজ্জ্বল ২য় শ্রেণিতে, মেয়ে পূর্ণিমা স্নাল ২য় শ্রেণিতে গ্রামের মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করছে। ছোট ছেলে নিলয় স্নাল মায়ের সাথে আছে। শিশিলিয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ভ্যানগাড়ি, গাভী ও বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। আইপিডিএস তার স্বামীকে ভ্যানগাড়ি কিনে দিয়েছিল।

*শিশিলিয়া স্নাল ও তিন সন্তান*

*বনরক্ষীদের ছররাগুলি এখনও সারা শরীরে নিয়ে বেড়াচ্ছে শিশিলিয়া স্নাল*

*শিশিলিয়া স্নালের ভিটেবাড়ি*

*এলাকার একমাত্র স্কুল*

*শিশিলিয়া স্নালকে গুলি করেছিল বনরক্ষীরা। বনে লাকড়ি আনতে গিয়েছিল। ছররাগুলি এখনো সারা শরীরে। অতি দারিদ্রের মধ্যে দিন পার করছে। আমি তার ঘটনার সময় ঢাকা থেকে ছুটে গিয়েছিলাম অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও নাট্যকার মামুনুর রশীদসহ। এই ঘটনারও কোনো বিচার হয়নি- সঞ্জীব দ্রং।*

*শিশিলিয়া স্নালের ঘর*

# কেইস স্টাডি : অধীর দফো

জলছত্র, মধুপুরের পার্শ্ববর্তী জেলা মুক্তাগাছার রসুলপুর থানার ৭নং গুগা ইউনিয়নের সাতারিয়া গ্রামে। সাতারিয়া গ্রামের সীমানার পরেই শুরু বনবিভাগের শালবন। সাতারিয়া গ্রামে ১৬টি আদিবাসী পরিবার। অধীর দফো স্ত্রী আর তিন সন্তান নিয়ে বসবাস করতো এই গ্রামে। ১৯৯৯ সালের ৫ নভেম্বর ভোর ৬টা, শালবনে বনরক্ষীদের গুলির শব্দ পেয়ে অধীর কাছের শাল বনের দিকে ছুটে যায়। সে ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয় বনের ভেতর কোন আদিবাসী প্রবেশ করেছে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার জন্য, গার্ড বা ফরেস্টার তাকে দেখে ফেলে গুলি ছুড়ে। দেরি না করে তিনি দৌড়ে যায় শালবনের ভেতর। সে ভেবেছিল বনের ভিতর যেই থাকুন না কেন উদ্ধার করা দরকার। বনের কিছুদূর যাওয়ার পর বাইদ-এর সামনে পৌঁছালে নিজেই (অধির দফো) বনরক্ষীদের সামনা সামনি পড়ে গেলে বনরক্ষীরা তাদের হাতে থাকা বন্দুক দিয়ে তাকে গুলি করে। ঘটনাস্থলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গ্রামের মানুষ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনদিন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তার মামলা কোর্টে তোলা হয়নি। বর্তমানে তার তিন সন্তান ও স্ত্রী রয়েছে। আগাথা চাম্বুগং তার স্ত্রী। ছেলে মিন্টু চাম্বুগং কর্পোস খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র। মেয়ে মেরী চাম্বুগং পার্লারে কাজ করে, আরেক মেয়ে রীতা কর্পোস খ্রীষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী, হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে।

*বনরক্ষীদের গুলিতে নিহত অধীর দফো'র স্ত্রী আগাথা চাম্বুগং*

*নিহত অধীর দফো ভিটেবাড়ি*

# কেইস স্টাডি : আলফ্রেড সরেন

প্রথম আলো শনিবার, ১৮ ৬ আগস্ট ২০০৯

প্রথম আলো শনিবার, ২৬ ৬ মে ২০০৭

বৃহস্পতি, ১০ মে ২০০৭ সমকাল

# কেইস স্টাডি : প্রতাপ জাম্বিল

২০০৭ সালের ১৮ মার্চ যৌথ বাহিনীর হেফাজতে মধুপুর গড় এলাকায় আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলের সাথে প্রতাপ জাম্বিলকেও অমানবিক নির্যাতন করা হয়। প্রতাপ জাম্বিল নলছাপ্রা থেকে মাগন্তিনগর গ্রামে জামাই হয়ে এসেছিলেন। যৌথ বাহিনীর নির্যাতনে চলেশ রিছিলের মৃত্যু হয়। প্রতাপ জাম্বিল অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। পরে তাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

ময়মনসিংহের একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে একটি ভাড়া করা প্রাইভেটকার যোগে বাড়িতে ফেরার পথে মুক্তাগাছা থানার কালীবাড়ি বাজার বাসস্ট্যান্ড পৌঁছালে প্রাইভেটকারটি থামিয়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চলেশ রিছিলসহ সহযাত্রী প্রতাপ জাম্বিল, পীরেন সিমসাং ও তুহিন হাদিমাকে ধরে নিয়ে যায় ও অমানবিক নির্যাতন করে।

অস্থায়ী সেনাক্যাম্পে পীরেন সিমসাং ও তুহিন হাদিমাকে শারীরিক নির্যাতন করে আহত অবস্থায় ছেড়ে দিলেও চলেশ রিছিল ও প্রতাপ জাম্বিলকে আটকিয়ে রেখে অমানবিক, নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন করে। শারীরিক নির্যাতন করে প্রতাপ জাম্বিলকে মুমূর্ষু অবস্থায় বেরীবাইদ বৈরাগী বাজার সংলগ্ন ভাঙ্গা ব্রীজের কাছে ফেলে রেখে যায়।

স্ত্রী সুচরিতা মাজি ঢাকায় একটি পার্লারে কাজ করছে। মেয়ে সিলভিয়া মাজি এখন টাংগাইল কুমুদিনী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষে পড়াশুনা করছে। ছেলে সালনাম মাজি বাবার সাথে গ্রামের বাড়িতে থাকে ও গ্রামের মিশনারি স্কুলে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। বর্তমানে প্রতাপ জাম্বিল গ্রামের বাড়িতে থেকে সংসার দেখাশুনা করছেন। মাঝে মাঝে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। চোখে ঝাপসা দেখেন। যৌথবাহিনীর নির্যাতনের ক্ষতগুলো আজও তাকে যন্ত্রণা দেয়। তবে বর্তমানে তিনি এবং গ্রামের মানুষ অনেক শান্তিতে আছেন এবং তাদের উপর বাইরের কোন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না।

*যৌথবাহিনীর শারীরিক নির্যাতন শিকার প্রতাপ জাম্বিল, ২০০৭*

# কেইস স্টাডি : গিদিতা রেমা

*গিদিতা রেমাকে হত্যা করা হয় ২০০০ সালে।*
*মধুপুরের মাগন্তিনগর গ্রামে।*

# কেইস স্টাডি : চলেশ রিছিল

২০০৭ সালের ১৮ মার্চ যৌথবাহিনীর হেফাজতে মধুপুর গড় এলাকায় আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিল নিহত হন। ময়মনসিংহে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে একটি ভাড়া করা প্রাইভেটকার যোগে বাড়িতে ফেরার পথে মুক্তাগাছা থানার কালীবাড়ি বাজার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে প্রাইভেটকারটি থামিয়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চলেশ রিছিলসহ সহযাত্রী প্রতাপ জাম্বিল, পীরেন সিমসাং ও তুহিন হাদিমাকে ধরে নিয়ে যায়।

অস্থায়ী সেনাক্যাম্পে পীরেন সিমসাং ও তুহিন হাদিমাকে শারীরিক নির্যাতন করে আহত অবস্থায় ছেড়ে দিলেও চলেশ রিছিল ও প্রতাপ জাম্বিলকে আটকিয়ে রেখে অমানবিক নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন করে। শারীরিক নির্যাতন করে প্রতাপ জাম্বিলকে মুমূর্ষু অবস্থায় বেরীবাইদ বৈরাগী বাজার সংলগ্ন ভাঙ্গা ব্রীজের কাছে ফেলে রেখে যায়। অপরদিকে নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন করে চলেশ রিছিলকে হত্যা করা হয়।

চলেশ রিছিলের বাড়ি টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মাগন্তিনগর গ্রামে। স্ত্রী সন্ধ্যা সিমসাং একই উপজেলার আমলীতলা গ্রাম থেকে চলেশের সংসারে এসেছিলেন। তাদের সংসারে ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে বিশ্বজিৎ টিটু সিমসাং এইচএসসি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। বর্তমানে সে মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতেই আছে। বড় মেয়ে প্রিয়াংকা সিমসাং ঢাকায় বিবিএ পড়াশনা করছে। দ্বিতীয় মেয়ে কংকা সিমসাং এইচএসসি পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। ছোট মেয়ে তৃষা সিমসাং গ্রামের স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে।

মায়ের স্বপ্ন একদিন ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হবে, মায়ের দুঃখ ঘুচাবে। কিন্তু সব ছেলেমেয়েকে পড়াশুনা করানোর মত আর্থিক সামর্থ তার নেই। এজন্য তিনি কোন হৃদয়বান ব্যক্তি ও সংস্থার নিকট আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা কামনা করেছেন। ২০০৮ সালে চলেশ রিছিলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় তার নিজ গ্রামের বাড়িতে। ২০০৯ সালে মধুপুরের আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মিলে চলেশ রিছিলের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে নিজ বাড়িতে।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও তাঁর প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা চলেশ রিছিলের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।

চলেশের স্ত্রী সন্ধ্যা সিমসাং বর্তমানে অনেক কষ্ট করে আর্থিক টানা পোড়নের মধ্য দিয়ে সংসার পরিচালনা করছেন।

২০০৭ সাল থেকে আজ অবধি চলেশ রিছিলের মামলার কোন খবর নেই। এত আলোচিত মামলা, অথচ কোনো বিচার পায়নি তার পরিবার।

সন্ধ্যা সিমসাং, চলেশ রিছিলের স্ত্রী

*কঠিন সময় পার করেছেন চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা সিমসাং/নকরেক। তাদের দুই মেয়ে পড়াশোনা করছে। চলেশের মৃত্যুর পর নিজের জমিজমা নিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করছেন। মধুপুর বনে অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই তাদের জমি নিয়েও সমস্যা সমাধান হয়নি। আদিবাসীদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি এখনো মেলেনি।*

*চলেশ রিছিলকে শেষবারের মতো দেখবার জন্যে গ্রামবাসীরা*

*গ্রামের বাড়িতে চলেশ রিছিলের লাশ আনার মুহূর্তে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকাবাসী*

*প্রিয়াংকা, চলেশ রিছিলের মেয়ে,*
*এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।*
*তার বাবাকে যখন হত্যা করা হয়,*
*তখন সে নবম শ্রেণীতে পড়তো।*

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার, ২২ মার্চ ২০০৭

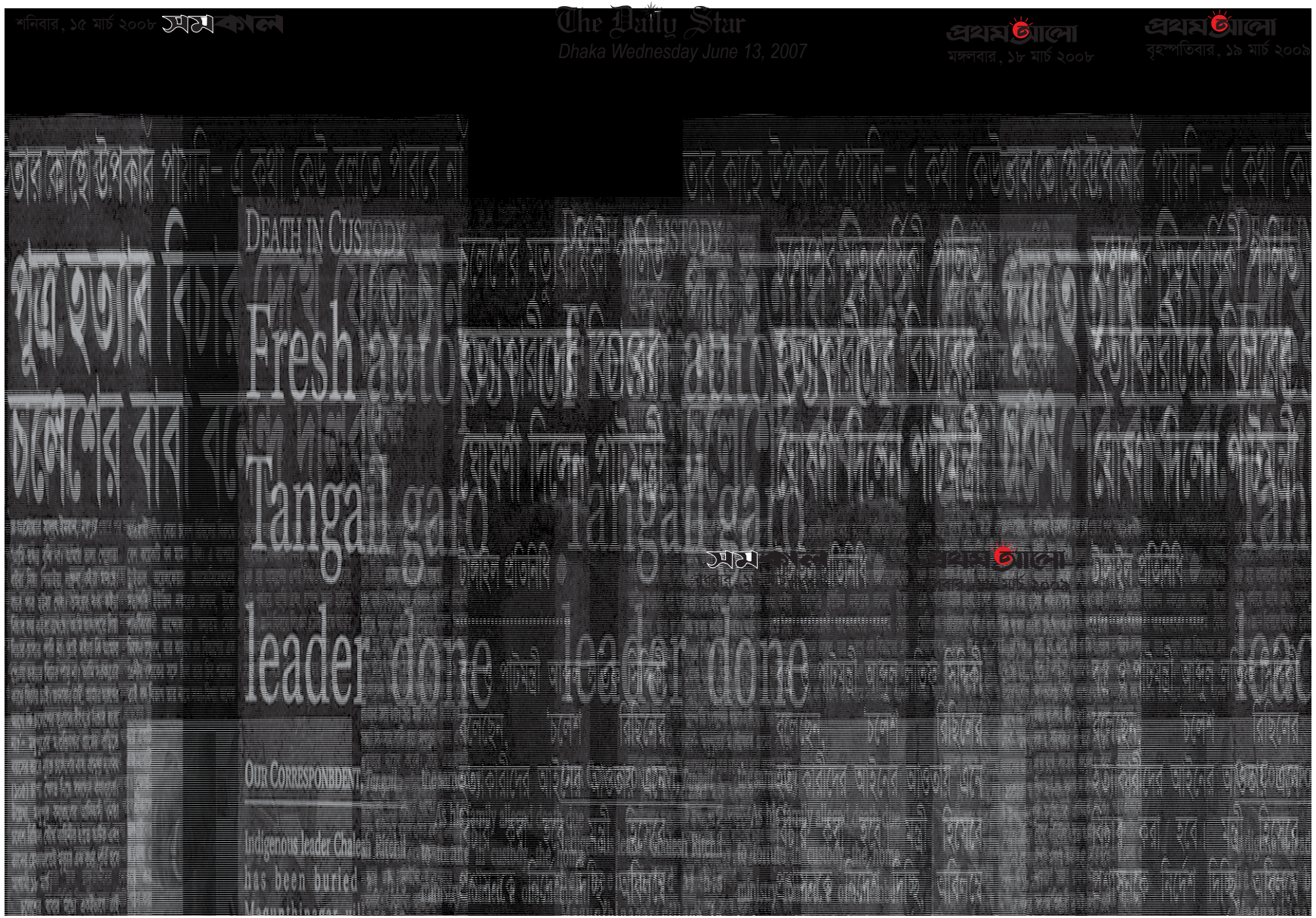

শনিবার, ১৫ মার্চ ২০০৮ সমকাল
The Daily Star
Dhaka Wednesday June 13, 2007
প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৮ মার্চ ২০০৮
প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০০৯
DEATH IN CUSTODY
Fresh
Tangail garo
leader done
OUR CORRESPONDENT

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
শনিবার, ৫ মে ২০০৭

সপ্তাহ বিশেষ



# চলেশ রিছিলের মাগন্তি কাঁদে





The Daily Star
Dhaka Wednesday June 13, 2007

DEATH IN CUSTODY

# Fresh autopsy of Tangail garo leader done

OUR CORRESPONDENT, Tangail

Indigenous leader Chalesh Ritchil has been buried at his Magunthinagar village in Modhupur upazila after autopsy for the second time at Mymensingh Medical College Hospital (MMCH).

Earlier, the body was exhumed from on Sunday in presence of First Class Magistrate Tangail Siddiqur Rahman, Ritchil's wife Sandhya Rani Simsang and other family members and local indigenous leaders.

Riaz Ahmed, officer-in-charge (OC) of Madhupur police station, told The Daily Star that the body was buried at his family graveyard at around 11:30 pm Sunday.

Joint forces arrested Chalesh on March 18. He died in custody on the same day.

As his family alleged death due to torture in custody, the home ministry formed a one-member body comprising retired Judge Rafi Uddin Ahmed to investigate the death.

Law enforcers also visited Ritchil's house at Maguntinagar village on May 24.

The body was exhumed as part of the fresh investigation. Law enforces and officials here remained tightlipped about the autopsy report. They said the autopsy report will be submitted to the home ministry.

Indigenous
Rights Quarterly

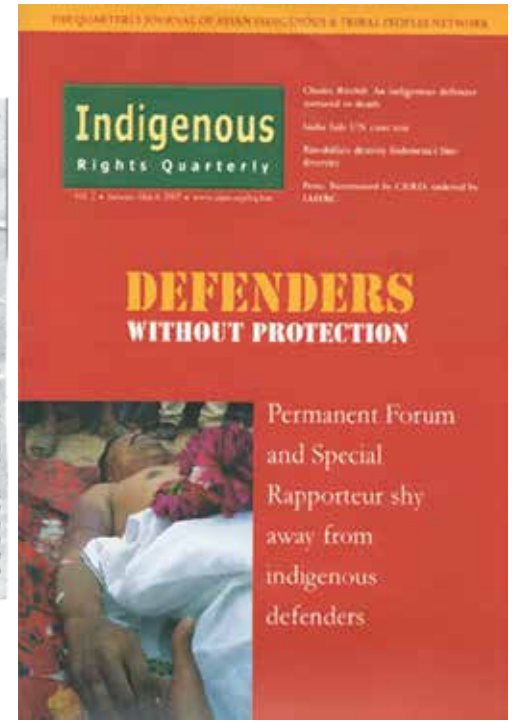

# DEFENDERS
WITHOUT PROTECTION



Permanent Forum and Special Rapporteur shy away from indigenous defenders

## Amnesty International Report

**Indigenous leader Cholesh Richil**

**Cholesh Richil**, a leader of the Garo indigenous community, is reported to have died in custody on 18 March 2007 followingtorture carried out by the Joint Forces (army and police) personnel.

According to credible reports documented by local human rights groups, Cholesh Richil was arrested by Joint Force personnel on 18 March 2007 and taken to Modhupur Kakraidh temporary army camp north of the capital Dhaka. He was allegedly subjected to torture for several hours before being taken by Joint Force personnel to Modhupur Thana Health Complex that evening, where he was declared dead.

Cholesh Richil was an outspoken leader of the Garo indigenous community, who live in the Modhupur area north of Dhaka. Since 2003 Garo activists have been campaigning against the construction of a so-called "eco-(ecology) park" on their ancestral land on the grounds that it would deprive them of their land and means of livelihood.

Cholesh Richil's arrest was reportedly carried out at the instigation of a senior army officer using the pretext that Cholesh Richil possessed illegal weapons. However no weapons were found and observers suspect that the real motive behind his arrest was his active involvement in the campaign against the "eco park".

Cholesh Richil was arrested with his Garo friends and relatives, **Tohin Hadima**, **Piren Simsang**, and **Protap Jambila**... they were travelling in a microbus in Kalibari Bazar in Muktagacha area. They were taken for interrogation at the nearby Modhupur Kakraidh army camp where Joint Forces personnel reportedly began to beat Cholesh Richil demanding that he revealed where he kept his weapons. According to fellow detainees who overheard, he told his interrogators he had previously owned a properly licensed firearm, which had been deposited with the police on their instruction. Joint Force personnel allegedly continued to torture him, using pliers, red chilli powder and a blade.

After Cholesh Richil's body was handed over to the Garo community church on 19 March, his family observed multiple bruises, nails missing from his fingers and toes, and cuts and scratches consistent with blade wounds. His testicles had reportedly been removed.

Relatives sought to lodge a complaint against Joint Forces personnel at the Modhupur Police Station, but the station's Officer-in-Charge reportedly refused to file their complaint on the grounds that an autopsy was pending.

An autopsy is believed to have been carried out, but attempts by family members and human rights workers to obtain a copy have not been successful. The family have refrained from going to the police station for a second time to file their complaint for fear



Members of ethnic minority groups form a human chain at Shahbagh in Dhaka on Wednesday, demanding their rights to forestlands. — New Age photo

NEW AGE THURSDAY, MARCH 19, 2009

# Trial of Richhil's killers demanded

Staff Correspondent

THE ethnic community rights activists on Wednesday demanded immediate trial of the killers of their leader Chalesh Richhil and scrapping of the Eco Park Project at Madhupur in Tangail.

They put forward the demand at a human chain formed in front of the National Museum at Shahbag in the capital, organized by Bangladesh Adivasi Odhikar Andolan and Bangladesh Chhatra Sangram Parishad on the occasion of Richhil's second death anniversary.

'Chalesh Richhil, who was the leader of the anti-eco park movement at Madhupur, was killed brutally while remaining in custody of the law enforcers about two years ago. But we haven't noticed any significant progress in the trial process,' Bangladesh Adivasi Odhikar Andolan general secretary, Mesbah Kamal said at the human chain.

'The investigation committee, which was formed on May 5, 2007, is yet to submit its report on his death,' he added.

He also demanded making the investigation report of Richhil's death public without any delay and punishment for his killers in accordance with the law.

The speakers called on the government to scrap the Eco Park Project at Madhupur right away and withdraw the fabricated cases filed against the ethnic people by the forest department.

Deshpremik Janaganer Mancha convener, M Enamul Huq, National Garments Workers' Federation general secretary, Aminul Huq Amin, Bangladesh Chhatra Sangram Parishad president, Sohel Hajang, and Pahari Chhatra Sangram Parishad general secretary, Bablu Chakma, spoke, among others, on the occasion.

Rights leader of the ethnic community at Madhupur, Chalesh Richhil died on March 18, 2007 after torture while in custody.

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২২ মার্চ ২০০৭

# আদিবাসী মেয়ের এই কান্নার শেষ কোথায়?



সঞ্জীব দ্রং

● *জার্মানীতে জার্মান ভাষায় মধুপুর নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল*

SCHÖNES
WOCHENENDE

# Die starken Frauen der Garos

Matriarchalische Traditionen bei der bedrohten Minderheit in Bangladesch – »Erst geht der Wald, dann wir«

## Der Folterer dient heute in einer UN-Einheit

Es geschah im März 2007. Cholesh Ritchil befand sich mit drei Freunden auf der Rückfahrt von einer Hochzeit, als ihr Auto vor Mymensingh gestoppt wurde. Polizisten und Soldaten zerrten sie heraus. Mit verbundenen Augen wurden die vier in ein Armeecamp gebracht.

Der Vorwurf an Ritchil: Er soll illegal Bäume geschlagen haben. Bäume aus einem Waldstück, das seit Menschengedenken den Garos gehört. Ritchil kämpfte für die Rechte der Minderheit. Er gehörte zu den Aktivisten gegen den sogenannten Öko-Park. In dieser März-Nacht rächten sich die Sicherheitskräfte auf grausame Weise. Noch vor Mitternacht erlag Ritchil den Folgen der Folter.

Die Witwe mit dem Bild von Cholesh Ritchil.

Seine Witwe kennt die Täter. Sie erstattete Anzeige. Geschehen ist nichts. Im Gegenteil: Die Folterer wurden befördert. Einer der Offiziere verdiene heute in einer UN-Einheit in Afrika für einen bangladeschischen Soldaten viel Geld, sagt sie. Ritchils Witwe und die Kinder haben nur einen Trost: »Die Hilfsbereitschaft unter uns Garos ist großartig.«

The Daily Star *Dhaka Monday August 24, 2009*

# Forest-hostile projects deforesting Madhupur

The Daily Star *Dhaka Sunday August 23, 2009*

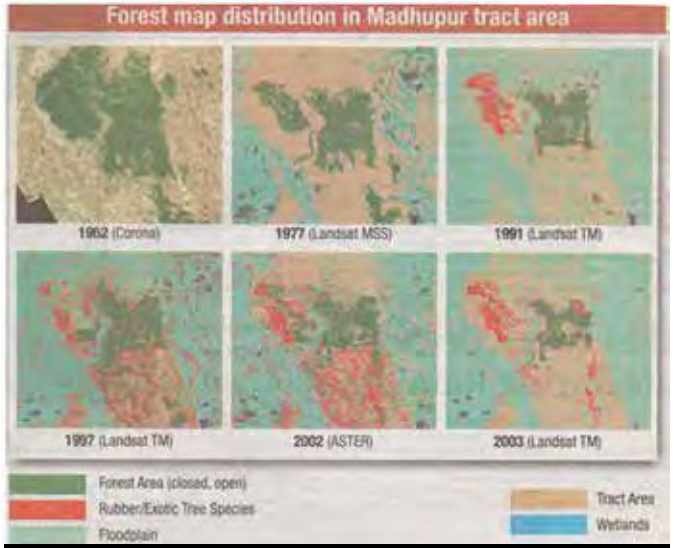


# Madhupur forest merely exists

85pc of natural greenery gone in 40 years:

*নিবেদন*
*আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সহজ ও*
*নিরাপদ নয়। যারা সংগ্রাম করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন,*
*তাদের পরিবার ও স্বজনেরা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে বেঁচে আছেন।*
*ঘটনার পরপর অনেক আলোচনা ও ব্যাপক সাড়া মিললেও*
*ধীরে ধীরে এইসব পরিবার নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়েন।*
*ধীরে ধীরে মানুষ ঐসব ঘটনা ভুলে যেতে থাকে এবং*
*আরও নতুন নতুন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে থাকে।*
*যারা জীবন দিয়েছেন অথবা সংগ্রামে আহত হয়ে অসহায়*
*জীবন যাপন করছেন তাদের জন্য আদিবাসী সমাজও*
*যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে না।*
*আগামী দিনে যারা সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ,*
*তাদের পাশে সকলকে সাধ্যমতো ভালোবেসে ও*
*শ্রদ্ধায় পাশে দাঁড়ানোর বিনীত অনুরোধ করছি।*

সহযোগিতায় : European Union